বুলেটিন

এসোসিয়েশন অব্ ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস্ অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল

১ম বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● জুন '৮৭

কনভেনশনের আহ্বান

দাবী অর্জন : অর্জিত অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ : সর্বাধিক কর্মচারী ঐক্য অর্জন—পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে সংগঠন গড়ে তুলুন।

২৩শে মে '৮৭ কর্মচারী ঐক্য ও সংগ্রামের ইতিহাস এক নতুন তাৎপর্য অর্জন করল। মহাকরণের ঐতিহাসিক ক্যান্টিন হ'লে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের রাজ্য কনভেনশনে রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে উপস্থিত প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক সদস্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নিজস্ব দাবী অর্জন, অর্জিত অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণ, কর্মচারীদের সর্বাধিক সংগ্রামী ঐক্য অর্জন ও পশ্চিমবঙ্গে বিরাজমান অনুকূল গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা করার দৃপ্ত অঙ্গীকারের মধ্যে—"Association of Land & Land Reforms officers, West Bengal." (ALLO) গঠন করা হয়।

নবগঠিত সমিতির গণতান্ত্রিক মঞ্চ থেকে পূর্বতন সমিতির বিভেদকামী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দানকারী ও সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন নেতৃত্বের সদস্য স্বার্থবিরোধী ভূমিকার প্রতি তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয় এবং পাশাপাশি সকল সদস্য বন্ধুকে নবগঠিত সমিতির সংগ্রামী পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়।

তখন বেলা ১১টা। মহাকরণের 'ক্যান্টিন হ'ল' মুখরিত হয়ে উঠেছে উত্তরের দুর্গম পার্বত্য জেলা দার্জিলিং থেকে সুদূর দক্ষিণের সাগরদ্বীপ থেকে আসা শত শত প্রতিবাদী ও চেতনাদৃপ্ত সংগ্রামী সহকর্মী বন্ধুগণের শ্লোগানে—যাঁরা হাজির হয়েছেন সংগ্রাম কমিটি আহুত কনভেশন'কে সফল করতে। তাঁদের চেতনায় ছিল সংগ্রাম কমিটির আদর্শ—যে কমিটি গঠিত হয়েছিল বিভেদকামী, প্রতিক্রিয়াশীল ও হঠকারী শক্তিসমূহের অপকৌশল, সদস্য স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা—কর্মচারী ঐক্য বিনষ্টকারী ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদার ফসল সারাভারতে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী শিবির বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত কুৎসা, অপপ্রচার ও চক্রান্তের বেড়াজালকে পর্যুদস্ত করে নিজ দাবী অর্জনের পাশাপাশি কর্মচারীদের সর্বাধিক ঐক্যকে বিকশিত করার অত্যন্ত জরুরী আশু কর্তব্যের অঙ্গীকারের শপথ নিয়ে।

বিভেদ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি কিন্তু তখনও সক্রিয়। মহাকরণের আশেপাশে তারা তখন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশা সংগ্রামী বন্ধুগণকে নানা অপব্যাখ্যায় ও কৌশলে বিভ্রান্ত করতে নিজেদের লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু, সদস্য প্রতিনিধি বন্ধুগণ সমস্ত অপচেষ্টাকে তাদের চেতনাসমৃদ্ধ মানসিকতা দিয়ে ব্যর্থ করে কনভেনশন মঞ্চে হাজির হন অধিকতর সংগ্রামী মেজাজে।

তখন বেলা ১১-২৫ মিনিট। কনভেশন হলে সুশৃঙ্খলভাবে বসে আছেন উপস্থিত সাড়ে তিনশতাধিক প্রতিনিধি। কনভেনশনের কাজ শুরু হ'ল সদস্য বন্ধু শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও সহ শিল্পীদের গণসংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। শ্রীঅসিত বরণ দাশ ও শ্রীদীপক সেনগুপ্তকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির দীর্ঘদিনের শীর্ষস্থানীয় নেতা শ্রীশান্তিময় ভট্টাচার্য্য। সদস্য প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে সর্বশ্রী ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র, মনোরঞ্জন চৌধুরী ও অলক গুপ্তকে নিয়ে 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' গঠিত হয়। 'সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষ থেকে আহ্বায়ক শ্রীসুভাষ শিকারী ও মাননীয় অতিথি শ্রীশান্তিময় ভট্টাচার্য্য শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

তারপর সংগ্রাম কমিটির প্রতিবেদন পাঠ ও পেশ করেন শ্রীসুভাষ শিকারী। প্রতিবেদনের মধ্যে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ও স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন বিগত দিনের অর্জিত সাফল্যের খতিয়ান যা অর্জিত হয়েছিল সঠিক ট্রেড ইউনিয়ন দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে পরিচালিত সমিতির আন্দোলন ও ব্যাপক কর্মচারী আন্দোলনের ধারাবাহিক সফলতার মধ্য দিয়ে। অপরদিকে বিগত ১৯৮৫ থেকে ৮৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বিভেদ ও প্রতিক্রিয়ার দোসর সংকীর্ণমনা নেতৃত্বের পরিচালনায় অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ তথা সদস্য স্বার্থহানিকর সিদ্ধান্তসমূহ চাপিয়ে দেওয়ার অপকৌশলসমূহ এবং সার্বিক কর্মচারী ঐক্যের পরিপন্থী কার্যক্রমে মদত দেওয়ার চক্রান্তগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় তাঁর প্রতিবেদনে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য বন্ধুগণ তথা সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকার সঠিক বিশ্লেষণ সহ পশ্চিমবঙ্গের অনুকূল গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করার আশু কর্তব্যগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে তাঁর প্রতিবেদনে। এরই সংগে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ও বিচ্ছিন্নতার ঝোঁককে মদত প্রদানকারী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বিকশিত করার কঠিন দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, একাজ আমাদেরও করতে হবে আমাদেরই দাবী পূরণের বাস্তবতাকে বলিষ্ঠ করতে।

আমাদের নিজস্ব চাকুরীগত দিকগুলির মধ্যে সার্ভিস কমিটির রিপোর্ট, ইন্টিগ্রেটেড স্কীম, গ্রেডেশন তালিকা, উচ্চতর সহ সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, বেতন-কমিশন ও বদলী নীতি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপর অত্যন্ত যুক্তি ও তথ্য নির্ভর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। সঠিকভাবে প্রতিবেদনে উত্থাপিত বিষয়বস্তুসমূহ উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে এক সংগ্রামী উদ্দীপনার সঞ্চার করে, যার প্রতিফলন ঘটে পরবর্তী সময়ে জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবন্ধুদের আলোচনার সময়।

এরপর শ্রীনিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিবেদনকে সমর্থন করে তার স্বভাবসুলভ ও সাবলীল ভঙ্গিতে তুলে ধরেন বিগত দিনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে এবং আজকের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন এক সংগ্রামী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাকে।

শ্রীষোড়শী প্রসাদ মিশ্র সভায় অত্যন্ত জোরালোভাবে যুক্তি ও বিশ্লেষন উপস্থাপন করার পর সংগ্রাম কমিটির পক্ষে সংগঠন দাবী আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর মূল প্রস্তাবগুচ্ছ পেশ করেন। প্রতিটি জেলার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী আলোচকগণের ব্যাপক আলোচনা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ের পর রচিত ও উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ মূল প্রতিবেদন সহ সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

নবগঠিত সমিতি পরিচালনার জন্য এক "প্রভিশনাল সংবিধান" অনুমোদিত হয়। এবং স্থির হয় আগামী ছ' সপ্তাহের মধ্যে সদস্যদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করে জেলাগুলিতে জেলা কমিটি গঠন করার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

জেলার সাধারণ সভা আহ্বান করার ক্ষমতা প্রতি জেলার জন্য নির্বাচিত 'কনভেনর'-এর উপর অর্পণ করা হয়। রাজ্য স্তরে সমিতি পরিচালনার ভার 'এ্যাডহক' ভিত্তিতে এক কেন্দ্রিয় সম্পাদকমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত হয়। যার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত হলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী অসিতবরণ দাশ ও সুভাষ শিকারী।

তখন বেলা ৩-৩০ মিনিট। রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বহু ঘাত প্রতিঘাতের পরিক্ষিত নেতা ও সভার প্রধান অতিথি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন।

অভিজ্ঞতা, তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে তিনি এক আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরেন। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় নিদ্বিধ চিত্তে তিনি বলেন, সামগ্রিক কর্মচারী আন্দোলনের জয়লাভ সুনিশ্চিত না হলে ক্যাডারগত আন্দোলনের জয় বা অর্জিত সাফল্যগুলি ধরে রাখা যাবে না। তাই ব্যাপক কর্মচারী আন্দোলনের সংগ্রামী মোর্চাকে বিকশিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব সকল সংগঠনকেই গ্রহণ করতে হবে এবং এই প্রেক্ষাপটে সঠিক নীতির ভিত্তিতে সমিতিগুলির ভূমিকাকে সংহত করার কাজে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে সর্বস্তরে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান কর্মচারীদের দাবী আদায়ের মূল প্রতিবন্ধকতার স্থানকে সঠিকভাবে ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। একে তত্ত্ব, অভিজ্ঞতা ও তথ্য দিয়ে বুঝতে হবে। আমার দাবী চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে লড়াইকে ও আন্দোলনকে কেন্দ্রিভূত করার জন্য নেতৃত্বকে যেমন ভূমিকা পালন করতে হবে, তেমনি সংগঠনের সদস্যদের চেতনার মানকে উন্নত করে সঠিকভাবে সেই বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে সমবেত করতে হবে। উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁরা আধিকারিক হলেও প্রকৃত সাধারণ কর্মচারীরাই তাঁদের প্রকৃত মিত্র। গ্রামের ছিন্নবাস পরিহিত ক্ষেতমজুর ও বর্গাদাররাই প্রকৃত বন্ধু। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততাবশতঃ অনেক সময় অনেকেই হয়তবা অনিচ্ছাকৃত-ভাবে তাঁদের সংগে বন্ধুজনসুলভ আচরণ করেন না। সেই অভ্যস্ততার উর্দ্ধে তুলে ধরতে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। সাধারণ কর্মচারীর সাথে সখ্যতা ও মৈত্রীই তাঁদের দাবী অর্জনের হাতিয়ার হবে।

কেন্দ্রের জন বিরোধী, কর্মচারী বিরোধী ভূমিকা তথা অর্থনৈতিক নীতিগুলি আজ সরাসরি সরকারী কর্মচারীদের আক্রমণ করছে। ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে, মূল্যসূচক-এর ভিত্তিবর্ষকে ১৯৮০ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে এসে এবং দারিদ্র্য সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ক্যালোরী মূল্য কমিয়ে দিয়ে কেন্দ্রিয় সরকার নতুন আক্রমণ, প্রতারণা ও বঞ্চনার জাল বুনছেন। রাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত করে নিজের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করছেন, ফলতঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে তার কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ও দাবী পূরণের ক্ষমতাও সংকুচিত হচ্ছে।

সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও সামান্যতম আর্থিক দাবী পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, কেন্দ্রিয় সরকারের এই ভূমিকার কথা সদস্যদের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং আন্দোলন ও সংগ্রামকে ঐ বাধা দূর করার জন্য সংহত করতে হবে।

তিনি বিভেদকামী সংগঠনের নেতৃত্বের বিভ্রান্তিকর তথ্য ও তত্ত্বের আড়ালে সদস্যদের বিপথগামী করার অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন এবং উপস্থিত সদস্যদের আহ্বান জানান, সমস্ত চেতনাসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সদস্যগণকে নবগঠিত সংগ্রামী সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। তিনি সদস্যবন্ধুদের বলেন, নিজ দাবীর ক্ষেত্রে যেমন সার্ভিস কমিটির রিপোর্ট, বেতনক্রম নির্ধারণ, পদোন্নতির সুযোগবৃদ্ধি ইত্যাদি অন্যান্য অপূরিত দাবীগুলি অর্জনের জন্য আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে, তেমনি এ যাবৎকাল ব্যাপক কর্মচারী আন্দোলন ও গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যা অর্জন করা গেছে সেগুলিও সকলের কাছে তুলে ধরে বিশ্লেষণ করতে হবে। ঐসব সাফল্যগুলি কারও একক সংগ্রামের নয়, সর্বস্তরে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ফসল—একে আরও সমৃদ্ধ করার কাজ সকলকেই গ্রহন করতে হবে। এরই পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালন ও বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিনীতির সঠিক রূপায়ণে সদস্যদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার কথা। দুর্নীতি ও গতানুগতিক অভ্যস্ততার বিরুদ্ধে আমাদের ধারাবাহিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের নতুন বাস্তবতাকে সকলের স্বার্থে ব্যবহার করতে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বর্ষীয়ান নেতা শ্রীশান্তিময় ভট্টাচার্য্য নবগঠিত সমিতির সাফল্য কামনা করেন এবং সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির পক্ষে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এরপর বিষয় নির্বাচনী কমিটির পক্ষে শ্রীমনোজরঞ্জন চোধুরী আনীত প্রস্তাবসমূহ সভায় পেশ করেন এবং তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বিপুল করতালির মধ্যে সভায় ঘোষণা করেন যে, কলকাতা জেলা কমিটি সম্পূর্ণভাবে নবগঠিত সমিতিতে যোগ দিচ্ছেন। মেদিনীপুর জেলার ৬টি ইউনিটের মধ্যে ৪টি ইউনিট, বাঁকুড়া জেলার ২টি ইউনিটই, বর্ধমান-এর ২টি, হাওড়া, ২৪ পরগণা (উত্তর) মালদা, কোচবিহার ও পশ্চিমদিনাজপুর জেলার অধিকাংশ সদস্যই কনভেনশনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে নতুন সমিতিতে যোগদান করার কথা ঘোষণা করেছেন।

সাধারণ সম্পাদক উপস্থিত সদস্যবন্ধুদের রাজ্য সরকারী কর্মচারী হিসাবে সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনে'র আহ্বানে সমস্ত কর্মসূচীতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যে যেখানে অবস্থান করছেন সেখানেই অংশগ্রহণ করার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন। কারণ, সারাভারতব্যাপী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে "সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন" সমস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আশা আকাঙ্খার প্রতীক। ২৭শে মে '৮৭ 'দাবী দিবস' প্রতিপালনের কর্মসূচীতে ব্যাপক অংশগ্রহণ করার অঙ্গিকার গ্রহণ করা হয়। এরপর দূর দূরান্ত থেকে আসা প্রতিনিধিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কনভেনশন সফল করতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির স্বেচ্ছাসেবক বন্ধুগণসহ কনভেনশনের প্রতিনিধি—স্বেচ্ছাসেবক বন্ধুগণকে তাঁদের নিরলস শ্রম ও সেবাদানের জন্য কনভেনশন মঞ্চ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি সহ অন্যান্য অতিথি অভ্যাগতবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করে এবং সভাপতিমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে শ্লোগান উচ্চারণ ও প্রতি উচ্চারণের মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তখন ঘড়ির কাঁটা ঠিক সন্ধ্যা ৬টা।

●

সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

সংগঠন সংক্রান্ত—নাম ও তার গঠন

আজ ২৩শে '৮৭ মহাকরণ ক্যানটিন হলে অনুষ্ঠিত সচেতন সংগ্রামী সদস্যদের কনভেশনের গভীর উদ্বেগ ও আশংকার সংঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে, সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব সদস্যদের ন্যায়সংগত দাবী অর্জনের সমস্ত ও ট্রেড ইউনিয়নগত কার্যকলাপ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছেন এবং বিচ্যুত হয়েছেন। পরন্তু বিভিন্ন সময়ে অবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমিতির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় গৃহীত বিভিন্ন দাবীসমূহের ব্যাপক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সদস্যদের এক চরম বিভ্রান্তি ও হতাশার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রাম ও লড়াইয়ে পরিক্ষিত রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতিসমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যা 'সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন'-এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার আহ্বায়ক সংগঠন সহ বিভিন্ন সার্বিক কর্মচারী আন্দোলন সম্পর্কে এক নেতিবাচক তথা বিরোধী ভূমিকায় সমিতির সদস্যগণকে নিয়ে যাওয়ার অপকৌশলে লিপ্ত হয়েছেন। যার প্রমাণ মেলে, ফেটো ও জুনিয়র ডাক্তারদের

আহুত ইত্যাদি জনস্বার্থ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে সমিতির নেতৃত্বের ইতিবাচক ভূমিকা থেকে। সমিতির সঠিক সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তিকে—যা অর্জিত হয়েছিল অতীত দিনের লড়াই ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—আজ গণতান্ত্রিক শক্তির বিরোধী অবস্থানে নিয়ে গেছেন ঐ নেতৃত্ব।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের মূল্যায়নে ঐ নেতৃত্ব গঠনমূলক সমালোচনা পরিহার করে নগ্নভাবে অসত্য এবং ভুল তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে কর্মচারী বিরোধীতার ক্ষেত্রে তাকে কেন্দ্রিয় সরকারের সাথে সমাসনে বসাতে চেয়েছেন। এবং এভাবেই প্রগতিবিরোধী চক্রান্তের শরিক করতে চেয়েছেন সংগঠনটিকে সম্পূর্ণ নিজেদের সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থ চরিতার্থ করার দুর্দমনীয় মানসিকতায়। সংগঠনের বক্তব্য যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎসাহিত করেছে এবং যখন নেতৃত্ব তাদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে উঠেছেন, তখনও ভাবলেশহীনভাবে নিজেদের পাণ্ডিত্য জারি করেছেন। এভাবেই প্রতিক্রিয়া ও বিভেদকামিতাকে মদত জুগিয়ে তাঁরা সদস্যবন্ধুদের কর্মচারী সমাজে এক চরম নিঃসঙ্গতা ও অবমাননার মধ্যে ঠেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। সর্বোপরি, উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাকে অসমাপ্ত রেখে অগতান্ত্রিক ও বেআইনিভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সদস্য বন্ধুদের উপর জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে সদস্যদের এক ব্যাপক অংশ (যার সংখ্যা কোনক্রমে ৫৫০ কম নয়) স্বাক্ষর সংগ্রহ করে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী '৮৭ এক 'কনভেনশন' থেকে উক্ত অসমাপ্ত সভা গণতান্ত্রিক ও সংবিধানিক পদ্ধতিতে সমাপ্ত করার যে আহ্বান রেখেছিলেন, তাকে আগ্রাহ্য করে নেতৃত্ব তার সর্বশেষ স্বেচ্ছাচারিতা ও ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে চরম সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন।

সামনে সার্ভিস কমিটির রিপোর্টকে সদস্য স্বার্থানুকূল করে গ্রহণ করানো, বেতন কমিশনের নিকট যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য উপস্থাপন, ইন্টিগ্রেটেড স্কীম প্রবর্তনের জন্য সরকার-এর চাপ সৃষ্টি সহ সদস্যগণের সার্বিক স্বার্থের বিষয়গুলিকে সদস্য স্বার্থানুকূল করে প্রয়োগ করার জন্য তৎপরতা প্রদর্শন আশু করণীয়।

তাই অতীত অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ও পরিস্থিতির চাহিদা বিচার বিশ্লেষণ করে কনভেনশন প্রস্তাব দিচ্ছে যে, এই মুহূর্তে উপরিউক্ত কাজ সম্পন্ন করতে ও আগামীদিনে সদস্যদের স্বার্থরক্ষার সহ সঠিক কর্মচারী অন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সংগ্রামী গণতান্ত্রিক ও স্থায়ী সংগঠন আজ এই সভায় গঠন করা হোক্—যে সংগঠন হবে এস. এল. আর. এস. গ্রেড-১; এস. আর ও-২/এল. আর ও-২, এল. আর.ও ১/এস. আর.ও-১ প্রভৃতি বিভাগীয় আধিকারিকদের প্রতিনিধিত্বকারী এক আদর্শ সংগঠন—এই সংগঠনের নামকরণ হোক্ "এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যাণ্ড এণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল।" (ALLO)

আরও প্রস্তাব করেছে যে, সংগঠন পরিচালনার জন্য এই কনভেনশন থেকে এক 'প্রভিশনাল সংবিধান'-কে অনুমোদন রূপ প্রদান করা হোক্। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১ম রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন করে সংবিধানের চূড়ান্ত প্রদান করা হবে।

আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে অত্র সভা থেকে নির্বাচিত কনভেনর দ্বারা প্রতিটি জেলার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করে জেলা কমিটি নির্বাচনের কাজ সুসম্পন্ন করা হোক্।

রাজ্য স্তরে সমিতি পরিচালনার ভার এ্যাড্ হক ভিত্তিতে এক কেন্দ্রিয় সম্পাদকমণ্ডলী ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপর অর্পিত হোক্।

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ও অধিকারগত দাবী দাওয়া প্রসঙ্গে

লজ্জার হলেও একথা সত্য যে, ভারতবর্ষের জনগণের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম, না হলেও তার কাছাকাছি। শাসক শ্রেণীগুলির অনুসৃত নীতিগুলির ফলশ্রুতি হিসাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। সাধারণ মানুষের ভোগ্য ক্ষমতার উপর চাপসৃষ্টি হয়েছে। প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন

প্রদানে কেন্দ্রিয় সরকারের অস্বীকৃতি শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সংকটময় করে তুলেছে। দেশের কোটী কোটী মানুষ বেকার, হাজার হাজার কলকারখানা রুগ্ন হয়ে পড়ছে, কর্মরত মানুষ বেকার হচ্ছেন, এই বঞ্চনার পাশাপাশি ব্যাপক দমনপীড়নমূলক আইন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণকারী স্বৈরচারী ব্যবস্থাসমূহ মেহনতী মানুষের কাছে ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করেছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও কেন্দ্রিয় সরকারের এইসব সর্বনাশা নীতির শিকার হয়ে পড়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারী কর্মচারীদের অধিকার সম্প্রসারণ ও দাবী দাওয়া রূপায়ণে সচেষ্ট থাকলেও যত দিন যাচ্ছে আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতায় তার একটা অংশ আটক হয়ে থাকছে। অষ্টম অর্থ কমিশনের দেয় প্রশাসনিক খরচ বাবদ ১৪২ কোটী টাকাসহ পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ৩২৫ কোটী টাকা বাতিল করে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল।

তাই এই সভা নিম্নলিখিত দাবীসমূহের মীমাংসার জন্য দৃঢ় কণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে—

(১) মূল্যবৃদ্ধি রোধ করে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেশের সর্বত্র সরকারী ব্যবস্থায় সরবরাহ করতে হবে।

(২) কৃষকের ও দেশের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কার করতে হবে। অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার আইনের ২য় সংশোধনী চালু করতে হবে।

(৩) সংবিধানের ৩১০ ও ৩১১ (২) ক, খ, গ ধারা এবং কাশ্মীর সংবিধানের ১২৬ (২) ধারা বাতিল করতে হবে।

(৪) ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারহরণকারী সমস্ত কালাকানুন বাতিল করতে হবে।

(৫) সমস্ত বন্ধ কলকারখানা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করতে হবে।

(৬) রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমান বেতন প্রদান সাপেক্ষে কেন্দ্রিয় সরকারী কর্মচারীদের সমান বেতন প্রদান করতে হবে।

(৭) জবরদস্তিমূলক অবসর গ্রহণ ও ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

(৮) ৮·৩৩ হারে বোনাস দিতে হবে।

রাজ্যের ক্ষেত্রে

(১) প্রমোশনের ঘোষিত নীতি অনুসারে সর্বস্তরে প্রমোশনের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

(২) কেন্দ্রিয় হারে মহার্ঘভাতার কিস্তিগুলি অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে।

নিজস্ব চাকুরীগত ক্ষেত্রে

বিরাজমান বাস্তবতা, পরিস্থিতির চাহিদা সদস্যদের প্রত্যাশার সঠিক বিশ্লেষণ করে ক্যাডারগত দাবী দাওয়ার অগ্রাধিকার ও আশু চাহিদাগুলি পূরণের জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ ১ম রাজ্য সম্মেলনে দাবী সনদের পূর্ণাঙ্গ রূপদানের প্রস্তাব সহ নিম্নোক্ত আশু দাবী দাওয়াগুলি অর্জনের জন্য দক্ষতা ও তৎপরতার সাথে কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আজকের এই কেন্দ্রীয় কমিটির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করছে—

(১) প্রমোশনের সুযোগবৃদ্ধি সহ বেতনক্রমের অসংগতি দূরীকরণের জন্য বেতন কমিশনের নিকট বক্তব্য উপস্থাপিত করতে হবে।

(২) সার্ভিস কমিটির রিপোর্ট অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেই রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করে তাকে সদস্য স্বার্থানুকূলে প্রয়োগ করার জন্য সরকারী পর্যায়ে আলোচনা ও আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে।

(৩) অবিলম্বে ভূমিসংস্কার বিভাগে "ইন্টিগ্রেটেড স্কীম" চালু করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এ ব্যাপারে আদালতের রায়ের ফলে যে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি তা দূর করার জন্য: প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৪) (ক) উচ্চতর পদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তা পূরণ সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

(খ) এস.আর. ও-২ পদে উন্নতির ক্ষেত্রে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে যোগ্য কর্মচারীদের বকেয়া কেশগুলির দ্রুত মীমাংসা করতে হবে।

(৫) S.L.R.S. Gr. I, S.R.O. II/L.R.O. II-দের upto date 'প্রভিশনাল গ্রেডেশন' তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৬) 'Home-based' বদলী নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

(৭) S.L.R.S. Gr. I. S.R.O. II/L.R.O. II কর্মচারীদের বিভিন্ন পদে ও দপ্তরে কাজ করার জন্য নীতির ভিত্তিতে পদের পারস্পরিক পরিবর্তনশীলতা চালু করতে হবে।

(৮) আধিকারিকদের সাসপেনশন প্রসিডিংস্ ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

●

অন্যান্য প্রস্তাবসমূহ

(১) গ্রেডেশন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ যাতে সঠিকভাবে উচ্চতর পদে প্রমোশনের সময় পূরণ করা হয় তার জন্য সমিতিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(২) মে দিবসের ১০১তম বার্ষিকীতে দার্জিলিং-এ G. N. L. F এর নেতৃত্বে মে দিবসের মিছিলের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল এবং ঐদিনকার মিছিলে যে সশস্ত্র আক্রমণ সংগঠিত করে ছিল, তাকে তীব্র ভাষায় ধিকার জানায়, পাশাপাশি যে সব সংগ্রামী শ্রমিক বন্ধুগণ সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক মে দিবসের মিছিল ও সমাবেশকে সুসম্পন্ন করেন তাদের প্রতি জ্ঞাপন করে সংগ্রামী অভিনন্দন।

(৩) ১৯৭৪ সালের যে সমস্ত সদস্য বন্ধুদের C. A. R. এর গড় নম্বর ১'৫ না হওয়ার ফলে উচ্চতর পদে প্রমোশন আটকে আছে। তাদের সমস্ত চাকুরীকালের C. A. R. বিবেচনা করে উচ্চতর পদে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ইন্টিগ্রেটেড ল্যাণ্ড রেভিনিউ সেট আপ-এর চালু হওয়ার বিরুদ্ধে আদালতের যে স্থগিতাদেশ আছে তার নিষ্পত্তি ঘটানো ও সেট আপ চালু করার কাজকে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমিতিকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

(৫) আমাদের নবগঠিত সমিতির আওতাভূক্ত সর্বস্তরের সমস্ত বন্ধুগণকেই এই সমিতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার সাংগঠনিক কাজকে এই মুহূর্তে শুরু করতে হবে।

●

ভূমি সংস্কার প্রসঙ্গে প্রস্তাব

আজকের এই সভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও ভারতের কেন্দ্রিয় শাসক-বর্গ ভূমিসংস্কার-এর কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য উক্ত আইন রূপায়ণে কোনোরূপ সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ফলতঃ ভারতের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ক্রমাগত পঙ্গুত্ব অর্জন করেছে এবং দেশের ৭০ ভাগ কৃষি নির্ভর জনগণ এক ভয়াবহ দারিদ্র্য ও কর্মহীনতার মধ্যে দিন গুজরান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ কৃষক আন্দোলন তথা ব্যাপক গণ আন্দোলনের পথ বেয়ে গত ১৯৬৭-তে ও পরে ১৯৭৭ সালে গঠিত বামফ্রন্ট সরকার তাদের ভূমিনীতি প্রয়োগ করে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা ও নানান স্বার্থান্বেষী মহলের

প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও দারিদ্র কৃষক, ক্ষেতমজুর, বর্গাদার ও ভূমিহীনদের স্বার্থে ভূমিসংস্কারের কাজকে উৎসাহিত করেছে—ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

১৯৬৭ সালে বেনামী জমি উদ্ধারের জন্ত কৃষক আন্দোলন ও প্রশাসনিক স্তরে জমিদারী অধিগ্রহণ আইনের সিলিং প্রয়োগ করে ও পরে ভূমিসংস্কার আইনে নির্দ্দিষ্ট পরিবারভিত্তিক জমির সিলিং নির্ধারণ-এর মাধ্যমে অদ্যাবধি অনেক জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য কারণে এখনও অনেক জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভবপর হয়নি। তবুও প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর জমি আনুমানিক সাড়ে সতের লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। জমির স্বত্বলিপিতে প্রায় চোদ্দ লক্ষ বর্গাদার-এর নাম নথিভূক্ত করা হয়েছে এবং কয়েক লক্ষ বাস্তুহীন বাস্তু জমির স্বত্বলাভ করেছেন।

এর ফলে সারাভারতে এক অনন্য নজীর স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন ভারসাম্য তৈরী হয়েছে—কৃষক সমাজ তার লড়াই-সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে দৃঢ়তর অবস্থায় উন্নত করেছেন। বামফ্রণ্টের প্রস্তাবিত ২য় ভূমিসংস্কার আইনে অনেক টালবাহানার পর কেন্দ্রিয় সরকারের অনুমতি প্রদান ও প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড স্কীম প্রবর্তন করে গণমুখী-প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংস্কার-এর কাজে এক নতুন দিক উন্মোচিত করবে। ২য় সংশোধনী আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে আরও বেশ কিছু জমি উদ্ধার করে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করার অবস্থা তৈরী হতে পারে এবং স্কীম রূপায়ণের মাধ্যমে কৃষকদের প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ হওয়া এবং প্রশাসনে ভূমিসংস্কারের কাজে নিজস্ব গতি আনয়ণের ক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

পঞ্চায়েত, কৃষক সংগঠন, কর্মচারী সংগঠন ও প্রশাসনের সমন্বয় সাধনে এ কাজের রূপদান অধিকতর সহজ ও সর্বাঙ্গীণ হবে।

কিন্তু, কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের নিজেদের স্বার্থে এ কাজে নানা বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছেন। নানান অসত্য অজুহাতে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া তাদের হাতে এক মস্ত বড় হাতিয়ার। অত্যন্ত দুঃখের হলেও এটা বাস্তব যে, আমাদের মধ্যেই কিছু বন্ধু পূর্বতন সমিতির নেতৃত্বের মদতে ও আমলা-তন্ত্রের কূটকৌশলে প্রস্তাবিত ইন্টিগ্রেটেড স্কীম প্রবর্তন করার বিরুদ্ধে কোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। সমিতির নেতৃত্বের একাংশ বর্গাদার নথিভূক্তকরণ সহ দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইনের প্রয়োগ নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন—যা প্রকৃত অর্থে কায়েমী স্বার্থবাদী ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই উৎসাহিত করছে। আজকের এই সভা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করছে যে, বামফ্রণ্ট সরকারের সঠিক ভূমিনীতি রূপায়ণ সহ দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইনের রূপায়ণ ও ইন্টিগ্রেটেড স্কীম চালু করার জন্যে সমস্ত বিভেদপন্থা, কায়েমীস্বার্থ ও প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে ভূমিসংস্কার আধিকারিকগণ অধিকতর সংগ্রামী ভূমিকা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।

●

স্বৈরাচারী কালাকানুন ও দমনপীড়নের বিরুদ্ধে

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা এটাই যে, কেন্দ্রীয় শাসকদল তার শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষা করতে চালু করে চলেছে একের পর এক কালা-কানুন। যখন একটি পদ্ধতি বা নামকরণ জনগণের দ্বারা সমালোচিত ও ধিকৃত হয় তখন সেই আইনের চরিত্র অটুট রেখে ভিন্ন নামে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এইভাবে 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' পরিবর্তিত হল 'জাতীয় নিরাপত্তা আইনে' (নাসা)। মজুতদার মুনাফাখোর/ভেজালকারীর পরিবর্তে মারপ্রয়োগ ঘটেছে ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর। শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠরোধ করতে তারা চালু

করল 'এসমা'। শুধু আন্দোলন নয় ধর্মঘটে উৎসাহ দেওয়াকেও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করার মধ্যদিয়ে কার্যতঃ ধর্মঘটের সংজ্ঞাকেই পরিবর্তন করা হয়েছে। আত্মপক্ষের সুযোগবিহীন 'সামারি ট্রায়ালের' মাধ্যমেই বিচার সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জরুরী অবস্থা ঘোষণা না করেও প্রতিবাদের সমস্ত গণতান্ত্রিক পথকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট, ১৯২৬-এর শিল্প বিরোধ আইন ও ১৯৩৭ সালের সংশোধন সবই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে দৃঢ় করার অভিপ্রায়। অধিকন্তু সংবিধানের ৩১০, ৩১১ (২) ক, খ ও গ ধারাগুলির সুপ্রীমকোর্টের রায়ের মাধ্যমে অবাধ প্রয়োগ—আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে চাকুরী থেকে বিতাড়িত করার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ধারাটি কার্যতঃ শ্রমজীবী মানুষের সমস্ত অর্জিত অধিকারের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। এই দানবীয় আঘাতের বিরুদ্ধে দেশের সর্বস্তরে শ্রমিক কর্মচারী ও মেহনতী মানুষ যে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তুলেছেন তাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সফল করে তোলার জন্ম সংগ্রামী আহ্বান এই সভা রাখছে।

●

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন-সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সারা দুনিয়া জুড়ে ডেকে আনছে ভয়াবহ পারমানবিক যুদ্ধের বিপদ। নিজেদের টিকে থাকার তাগিদে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে আঘাত হানার এক জঘন্য পরিকল্পনা নিয়ে ইতিমধ্যেই ইতালি, বৃটেন, পঃ জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলিতে মিসাইল ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন করা হয়েছে। পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ রাখ রা সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বসেছে। অধুনা অনুষ্ঠিত বৈঠকে রেগনের পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের রুশ-আবেদন নাকচ করার মধ্যদিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই যুদ্ধ শুধু কোটি কোটি মানুষের মৃতুরই কারণ হবেনা, ডেকে আনবে মানুষের শ্রমে গড়া এই সভ্যতার অকাল মৃত্যু।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামরত দেশগুলিকে সদ্যোস্বাধীন অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও এই চক্রান্তের জাল বিস্তার করা হচ্ছে।

এই সভা তাই শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও তীব্রতর করার আহ্বান রাখছে।

●

বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব

আজকের এই কনভেনশন গভীর উদ্বেগের সংগে লক্ষ্য করছে যে, দেশের শাসকশ্রেণী স্বাধীনোত্তরকালে অবক্ষয়ী পুঁজিবাদের পথে যে জনবিরোধী অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করে চলেছে তার অনিবার্য্য পরিণতি হিসাবে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সংকট ও অস্থিরতা। এর বিরুদ্ধে সংগঠিত ও অসংগঠিত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন বেড়েই চলেছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এতে ভীত ও সন্ত্রস্ত। বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদতপুষ্ট হয়ে দেশের বিভিন্ন অংশের জাতীয় সংহতি বিনষ্টকারী নানা ধরনের প্ররোচনামূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে পাঞ্জাব, আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এর জলন্ত প্রমান। এই অশুভ শক্তিগুলি পশ্চিমবাংলার বুকেও সৃষ্টি করেছে কামতাপুরী, ঝাড়খণ্ড, গোর্খাল্যাণ্ড প্রভৃতি নামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, দার্জিলিং-এ G. N. L. F গোর্খাল্যাণ্ডের দাবীতে পঃ বঙ্গের সুস্থ গণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশকে বিনষ্ট করার জন্ম হিংস্র কার্য্যকলাপে লিপ্ত

হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয়, তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগে যুক্ত কর্মী ও সংগঠকগণ। আমাদের সমিতির সদস্য ও বিভাগের কর্মচারীরাও আক্রান্ত হয়েছেন।

তাই এই সভা দৃঢ়ভাবে দাবী করছে যে, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে জি. এন. এল. এফ. পরিচালিত গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনকে একটি বিভেদকামী জনবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী এবং রাষ্ট্রবিরোধী বলে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই কার্য্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিংকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীদের কার্য্যকলাপ মোকাবিলার জন্য সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক মানুষের ব্যাপক প্রতিরোধে আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান রাখছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগী সংগঠন হবার প্রস্তাব

আজকের এই কনভেনশন সর্বসম্মতভাবে এই ধারণা পোষণ করে, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঃ বঙ্গের আহ্বায়ক সংগঠন রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি' তাদের গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি ও সংগ্রামী ঐতিহ্যে কর্মচারী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক দুর্লভ সংগ্রামী ঐতিহ্যের অধিকারী। কর্মচারীদের ন্যায়-সংগত দাবী অর্জন, অধিকার রক্ষার লড়াই ও কর্মচারীদের শ্রেণী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ভূমিকা গৌরবের। এই কনভেনশন মনে করে যে, আজ কোন ক্যাডার সংগঠনই শুধুমাত্র একা তাদের দাবী অর্জন সহ অন্যান্য অধিকার সমূহ রক্ষা ও তাকে প্রসারিত করার কাজকে সম্পন্ন করতে পারে না, ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক কর্মচারী আন্দোলনের গণতান্ত্রিক মঞ্চে নিজেকে সামিল করা ব্যতিরেকে।

নিজ দাবী অর্জন সহ কর্মচারী আন্দোলনের ঐক্যকে ব্যাপক ও দৃঢ় করার স্বার্থে সভা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিকট এই আহ্বান রাখছে যে, "এ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যাণ্ড এন্ড ল্যাণ্ড রিফমর্স অফিসারস., ওয়েষ্ট বেঙ্গল"কে তাদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি সহযোগী সংগঠনের মর্য্যাদা দিয়ে কর্মচারী আন্দোলনের সংগ্রামী ঐক্যকে সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করবেন।

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সভায় বিভিন্ন ক্যাডার থেকে প্রমোশন পেয়ে বর্তমানে S L R S Gr. 1 পদে অবস্থান করছেন এমন বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যবন্ধু তাদের প্রমোশনকালীন বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা তথা অন্যান্য কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ রাখেন, তাদের নিকট আমাদের আবেদন যে, তারা প্রত্যেকে তাদের সমস্যাগুলি সমস্ত রেফারেন্স সহ আমাদের দপ্তরে অতি সত্বর প্রেরণ করুন যাতে বিষয়গুলির নিষ্পত্তি ঘটানো যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচকবৃন্দের নাম :—নরেন্দ্র নাথ কয়াল, মদন মোহন বিষ্ণু, সুধীর রঞ্জন সরকার, সরোজ ভট্টাচার্য, দিলীপ গোস্বামী ও রবীন্দ্র নাথ রায়।

কালাহাণ্ডির দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য

আজকের এই সভা অত্যন্ত মর্মাহত চিত্তে ও ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করছে যে স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও কৃষিতে প্রকৃতি নির্ভরতা কাটিয়ে সেচ ব্যবস্থা না গড়ে তোলা ও ভূমিহীনদের স্বার্থে সঠিক ভূমি সংস্কার না হওয়ার কুফল রূপে

উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি জেলা আজ প্রচণ্ড খরার প্রকোপে বিপর্যস্ত। হাজার হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে এক চরম অসহায় অবস্থায় মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে। আজ ২৩শে মে রাজ্যের গণসংগঠনগুলি 'কালাহাণ্ডি দিবস' রূপে প্রতিপালন করছেন। আমরাও আজকের এই সভা থেকে ঐসব দুর্গত জনগণের পাশে দাঁড়াবার সবরকম সাহায্যের অঙ্গিকার গ্রহণ করছি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২৩মে, ১৯৮৭ রাইটার্স ক্যান্টিন হলে ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে অনুষ্ঠিত 'কনভেনশন'কে সফল করে তোলার জন্য রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির রাইটার্স ইউনিটের নেতৃত্ব ও কর্মী বন্ধুগণ যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সদস্য বন্ধু মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর সহ যাঁরা গণসংগীত পরিবেশন করেছেন, তাঁদের প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। কনভেনশন মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি', (১৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট)র দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা শ্রীশান্তিময় ভট্টাচার্য। তাঁদের এরূপ সহযোগিতার জন্য জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কতিপয় দৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক বন্ধু, তাঁদের প্রতিবেদনে কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত আকারে দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষও তাঁদের সংবাদে কনভেনশন সম্পর্কীয় সংবাদ পরিবেশন করেছেন। যে সমস্ত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। ভবিষ্যতেও অনুরূপ সহযোগিতা তাঁদের কাছ থেকে পাব, এ আশা আমরা দৃঢ়ভাবে পোষণ করি।

যাঁদের সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভূত হয় নি, অথচ যাঁরা অর্থ অনুদান দিয়ে সহায়তা প্রদান করেছেন—তাঁদের দান গ্রহণ করে তাঁদের সহায়তাকে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

সমিতি সংবাদ

(১) গত ইং ১৬।৪।৮৭ তাং-এ রাইটার্সে ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও ঐ বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতিনিধিবৃন্দ এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাতের সময় আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতভাবে এক পত্র প্রদানের মাধ্যমে প্রতিনিধিগণ ইন্টিগ্রেটেড স্কীম প্রবর্তন, সার্ভিস কমিটির রিপোর্ট প্রকাশনা, উচ্চতর শূন্যপদ পূরণ, গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন, সমিতির সাথে আলোচনা করে বদলীনীতি নির্ধারণ সহ কতিপয় জরুরী বিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী অতি সত্বর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে এক আলোচনায় মিলিত হবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীও উক্ত আলোচনায় উপস্থিত থাকার উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

(২) বিভেদকামী নেতৃত্বের সাথে যোগসাজসে D L R & S সেটেলমেন্ট কানুনগোদের এক বদলী আদেশ তড়িঘড়ি করে বছরের মাঝখানে প্রকাশ করার জন্য অতি উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।

'কনভেনশন' প্রস্তুতির কাছে ব্যস্ত থাকার ফলে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করার কাজে কিছুটা ঘাটতি ছিল। কিন্তু, জানতে পারার সাথে সাথে D. L. R & S কে উক্ত আদেশ প্রকাশনা থেকে বিরত থাকতে 'সংগ্রাম কমিটি'র প্রতিনিধি অনুরোধ করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেন নি। বলা হয় ২৩শে মে কনভেনশন, তাই বিভেদকামী নেতৃত্ব উক্ত আদেশনামাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে "কনভেনশনে" যোগদানেচ্ছু সদস্যের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে

আগ্রহী। পরন্তু উক্ত আদেশনামায় অসংগতি ও অপূর্ণতাও অতীতের মত ব্যাপকভাবে থেকে যেতে পারে। D.L.R&S দপ্তরের অন্ততঃ তৎপরতাকে মাননীয় মন্ত্রীর মহোদয়ের হস্তক্ষেপে সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হয়। কিন্তু, অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে আমরা লক্ষ্য করি, বিভেদকামী নেতৃত্বের হাতে হাতে বদলী তালিকা ঘুরতে থাকে এবং জেলায় জেলায় ভূ-বাসন-করণে পৌঁছে যায়। যদিও D. D. A. মহাশয় তাঁর অফিস থেকে বদলী আদেশ Despatch হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। বর্তমানে আমরাও উক্ত তালিকা সংগ্রহ করেছি এবং জেলাগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট তালিকায় পুরুলিয়া ও উত্তরবংগের ৫টি জেলায় অবস্থানরত সদস্যের অবস্থান ২ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে বদলী হতে চান, এমন কোনো নাম বাদ পড়লে ৭ দিনের মধ্যে জানান। 'B' জোনের অভ্যন্তরে কারও বদলী নিজ জেলায় হওয়া প্রয়োজন অথচ আদেশ হয় নি, কিংবা নিজ জেলা ভিন্ন অন্য জেলায় বদলীর আদেশ হয়েছে—এরূপ কোনো অসংগতি ও অপূর্ণতা থাকলেও ৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নাম পাঠান। কোনো সুপারিশ থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সমস্ত তথ্য সহ নীতিভিত্তিক সুপারিশ করবেন। জেলা থেকে তথ্য এলে আমরা সমিতিগতভাবে D. L. R & S এর সাথে বসে বদলী আদেশের চূড়ান্ত রূপ দিতে চাই।

(৩) মাননীয় ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় বিনয় কৃষ্ণ চৌধুরী ভূমিসংস্কার কাজের পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সমিতিবর্গের সাথে আলোচনায় মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। প্রস্তাবিত আলোচনায় আমাদের সমিতি আমন্ত্রিত হবে। পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে সদস্যবন্ধুদের যোগদানের জন্য সমিতিগত আহ্বান জানানো হচ্ছে। যথাসময়ে আলোচনার দিন, স্থান ও সময় জানানো হবে।

(৪) জলপাইগুড়ি শহরে "পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেণ্ট কর্মচারী সমিতি" (১৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট) র ৩০-৩১ তম রাজ্য সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিরূপে যোগদান করবেন।

(৫) স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও বিভেদকামী নেতৃত্ব আমলাতন্ত্রের সাথে সার্ভিস কমিটির রিপোর্টকে Sub.Judice করার এক চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। সমিতি এই অশুভ প্রচেষ্টার মোকাবিলার চেষ্টা করছে এবং সদস্যদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছে।

নবগঠিত সমিতির কার্যভার পরিচালনার জন্য
এ্যাডহক সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি :—অসিতবরণ দাশ, সহ-সভাপতি :—দীপক সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক :—সুভাষ শিকারী, যুগ্ম সম্পাদক :—নিমাই প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ :—অরবিন্দ মণ্ডল, দপ্তর ও পত্রিকা সম্পাদক :—ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র সদস্য :—মনোরঞ্জন চৌধুরী, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অলক গুপ্ত, অমল দত্ত, রাধাচরণ লাহা, মোশারক হোসেন, সুকুমার দে।

জেলার কনভেনরগণ, কলিকাতা :—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পঃ (উঃ) :—মোশারক হোসেন, ২৪ পঃ (দঃ) :—অলক গুপ্ত, হাওড়া—দিলীপ সেন, হুগলী—সমীর বসু, নদীয়া—ধনঞ্জয় বিশ্বাস, বর্ধমান—অসিত নন্দী, বাঁকুড়া—সনৎ রায়, বীরভূম :—সুজিত মুখার্জী, পুরুলিয়া :—অংকুর মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ :—রবীন বিশ্বাস, মেদিনীপুর :—নিতাই সামন্ত মালদা :—নীরেন চৌধুরী, পঃদিনাজপুর :—অসীম ব্যানার্জী, কোচবিহার, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি :—গণেশ রায়।

পত্রিকা সম্পাদক : ষোড়শী মিশ্র ❀ প্রকাশক : সুভাষ শিকারী (সাধারণ সম্পাদক)
চাটার্জি প্রিণ্টার্স, কলি-১২ হইতে মুদ্রিত।

বুলেটিন মার্চ '৮৭

নবগঠিত 'সংগ্রাম কমিটি'র আহ্বায়কের খোলা চিঠি।

বন্ধুগণ,

সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ আপনাদের ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ত সচেতন উপস্থিতির মধ্য দিয়ে পঃবঃ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারীকদের অর্জন করেছে এক ঐতিহাসিক সাফল্য। 'যুব কেন্দ্রে'র পূর্ণ সভাগৃহে সেদিন উচ্চারিত হয়েছে সংগ্রামী ঐক্যের শপথ ; আমলাতন্ত্রের সাথে লড়াই-এর ঘোষণা ;সমিতির বিপথগামী নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে সচেতন সদস্যদের হুঁশিয়ারী ; সমিতির হঠকারী নেতৃত্বের মিথ্যা প্রচার, অসত্য কুৎসাও ব্যর্থ হয়েছে বিপুল সদস্যের প্রত্যয়দীপ্ত উপস্থিতির মধ্য দিয়ে ; বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্যের শ্লোগান কাঁপন ধরিয়েছে সমস্ত প্রকার সংহতি-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের বুকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই সদস্যরা এসেছেন, তাঁরা এসেছিলেন পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সমিতির বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বের অপপ্রচারের জবাব দিতে, তাদের অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংহতির জয়গান ঘোষণা করতে। সদস্যদের দুর্বার মিছিল তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা আর দাবীর উচ্চকিত ঘোষণা সহকারে সভাকক্ষে প্রবেশ করেছে, কোনো প্ররোচনা ও মিথ্যা প্রচারই সেই মিছিলের গতি রোধ করতে পারেনি। বরং অন্যদিকে নির্ভীক সদস্যদের দৃপ্ত দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়েছে সমস্ত রকম সংকীর্ণতার আবিলতা।

লক্ষণীয় দূরবর্তী জেলাসমূহ তথা বর্ষীয়ান সদস্যগণের ব্যাপক উপস্থিতি।

অথচ কত মিথ্যা প্রচারই না ছিল, বলা হয়েছে এই কনভেনশন সমিতিকে ভাঙ্গার চক্রান্ত—কোনো রকমে নেতা হবার বাসনা চরিতার্থ করার কৌশল। তাই সংকীর্ণ নেতৃত্ব ভেবেছিলেন—প্রাক্তন সম্পাদককে ডেকে নেতৃত্বের লোভ দেখালেই সব ঠিক হয়ে যাবে—বা, দু চারজনকে আলোচনায় ডেকে গুরুত্ব দেওয়ার ভান করলেই সব চুপচাপ হয়ে যাবে।

কিন্তু, কনভেনশন মঞ্চ থেকে বর্তমান নেতৃত্বের এরূপ নীতি বিরোধী ও প্রথাবহির্ভূত তথাকথিত আলোচনার আহ্বানকে কঠোর সমালোচনা করে পর্দার আড়ালে কোনোরূপ আলোচনা করার অপকৌশলকে নস্যাৎ করার জন্য প্রাক্তন সম্পাদকের সাংগঠনিক মানসিকতা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করা হয়।

গণতান্ত্রিক চেতনা ও উপলব্ধি অথবা সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামী সর্ববৃহৎ সংগঠনের সাথে সংহতি স্থাপনের যে ইচ্ছা সদস্যগণ বারংবার প্রকাশ করেছেন—চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের দৃষ্টি নিয়ে সেই ঐক্য গড়ার মানসিকতাকে নিন্দা ও অপব্যাখ্যা করেছেন সমিতির বর্তমান সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন নেতৃত্বের একাংশ। এ সবেরই জবাব দিয়েছেন সচেতন সংগ্রামী সদস্যগণ। তারই প্রতিধ্বনি কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে অনুরণিত।

অসম বিকশিত সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ যেমন অব্যাহত আছে, তেমনি সংগ্রামী মানুষ এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য লড়াই করছেন। ভারতবর্ষের বুকে সাম্রাজ্যবাদীদের অশুভ তৎপরতায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দিকে দিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে—আবার সচেতন মানুষ ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ তা প্রতিরোধ করছেন। এই সব সংগ্রামের মহান শহীদদের স্মরণে সভার শুরুতেই এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ঠিক এভাবেই বুঝি উপস্থিত সদস্য বন্ধুগণ ধিক্কার জানান সমিতির প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হিংসাশ্রয়ী আক্রমণ ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতিরোধকে "পারস্পরিক হানাহানির" বিষয় বলে প্রচারের চেষ্টা করছে।

রাজ্য কনভেনশন-এর যুগ্ম আহ্বায়ক শ্রী ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র ও শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রস্তাব উত্থাপন ও
সমর্থন করেন সভাপতি হিসাবে শ্রী অসিতবরণ দাশ এর নাম। বিষয় নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয় সর্বশ্রী দীপক সেনগুপ্ত,
মনোরঞ্জন চৌধুরী ও সুভাষ শিকারীকে নিয়ে। অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র প্রথমেই "রাজ্য কনভেনশন"-
এর মূল প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করেন। বিপুল করতালিধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রস্তাবসমূহ অভিনন্দিত হয়।

এরপর অপর আহ্বায়ক শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব সমূহের পট ভূমিকা বিশ্লেষণ করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা
উপস্থাপন করেন। পরে শ্রীদীপক সেনগুপ্ত ও শ্রীসুভাষ শিকারী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রেখে সভাকে তথ্যপুষ্ট করেন।

প্রস্তাব সমূহের উপর উপস্থিত সমস্ত জেলার ২৫ জন আলোচক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মূল প্রস্তাব সমূহকে
সমর্থন করেন। তাঁদের প্রায় সকলের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের গোষ্ঠী সংকীর্ণতার ও ঐক্য
বিনাশী ভূমিকার নগ্নতা প্রকটিত হয়। আলোচকগণ কিছু নতুন প্রস্তাব সমূহও পেশ করেন সামগ্রিক স্বার্থ তথা সদস্যদের
চাহিদাকে মনে রেখে। 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' সেই সমস্ত প্রস্তাব যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নথিভুক্ত করেন।

দীর্ঘ সুচিন্তিত ও প্রাণবন্ত আলোচনা শেষে প্রস্তাবসমূহ সদস্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং "দৃষ্টি আকর্ষণ
করছি" শীর্ষক প্রতিবেদনটিও অনুমোদিত হয়।

বর্তমান পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের অগণতান্ত্রিক কাজের প্রতিরোধ এবং ট্রেড ইউনিয়ন সঠিক
নীতির উপর ভিত্তি করে সমিতির সদস্যদের সংগ্রামী ঐক্য গড়া ও তাকে প্রসারিত করা যেমন গৃহীত প্রস্তাব সমূহের
মূলকথা, তেমনি সদস্যদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশু চাহিদাসমূহও এই কনভেনশনে আলোচিত হয়েছে। মূলদাবীগুলির
পাশাপাশি কনভেনশন দাবী রেখেছে Home based বদলী নীতি প্রবর্তনের ; উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা গেছে দু বৎসরের
বেশী সময় ধরে যাঁরা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি ও পুরুলিয়ায় কাজ করছেন তাঁরা এখনও নিজ জেলায় বদলীর আদেশ
পেলেন না ; সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চতর পদ পূরণের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি উচ্চতর পদের সংখ্যা
বৃদ্ধিও সদস্যদের আশু চাহিদা, সম্পূর্ণ চাকুরীকালের ভিত্তিতে S L R S-দের জন্য Gr. I feeder post-এর সুযোগ ;
নতুন যাঁরা কাজে যোগ দিচ্ছেন তাঁদের ট্রেনিং সময়কালীন প্রাপ্য সুযোগসুবিধা প্রদান এবং আমলাতান্ত্রিক সমস্ত অত্যাচার
যথা বেতন আটক, তুচ্ছ কারণে প্রসিডিংস চালু করা ইত্যাদির মধ্যে প্রকট তার আশু প্রতিরোধ।

সমিতির তথাকথিত রাজ্য নেতৃত্বের বিভেদকামিতা ও সংকীর্ণতাকে প্রতিরোধ করতে নবগঠিত 'সংগ্রাম কমিটি'
সদস্যদের এই আশা আকাজ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে যেমন রাজ্য কমিটিকে বাধ্য করতে চায়, অন্যদিকে
অতন্দ্র প্রহরায় সদস্য স্বার্থ বিরোধী যে কোনো প্রচেষ্টাকেও প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর। রাজ্য কনভেনশন মঞ্চ থেকে
অত্যন্ত সময়োপযোগী এক আবেদনও সদস্যদের কাছে রাখা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচন আসন্ন।

রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের কাছে বিধানসভার নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—কারণ এই নির্বাচনের ফলাফলের
মাধ্যমেই স্থিরীকৃত হবে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের উপর এসমা-নাসা জারী হবে কিনা—সংগঠনও ন্যায়সংগত দাবীদাওয়া
নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে নেতৃত্ব বা কর্মীবাহিনী সংবিধানের ৩১০ ও ৩১১ (২) ধারার শিকার হয়ে
ছাঁটাই হবেন কিনা! ইদানীং কালে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের সময় অন্ধ্র, বিহার, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে যা
ঘটেছে। সর্বোপরি বিধানসভার নির্বাচনের মধ্যদিয়ে স্থিরীকৃত হবে রাজ্যসরকারী কর্মচারীদের নিয়োগকর্তার দৃষ্টিভংগী
কিরূপ হবে। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও অবাধভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে—সেজন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে নির্বাচন
পরিচালনার জন্য ন্যস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে প্রতিপালনের জন্য আহ্বান রাখা হয়। সাথে সাথে
জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবার পরিজনসহ ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ

শৈথিল্য প্রদর্শন না করার জন্য আবেদন করা হয়। পরে সভাপতি ও উপস্থিত সদস্য বন্ধুদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

সংগঠন ও চেতনা বিকাশের জন্য আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত আমাদের ভবিষ্যতের সংগ্রামকে এক দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবে—এ আশা ব্যাক্ত করে রাজ্য কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করছি।

বিভেদকামিতা ও সংকীর্ণতা ধ্বংস হোক্

সংগ্রামী ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক্

অভিনন্দনসহ

সুভাষ শিকারী

আহ্বায়ক, সংগ্রাম কমিটি

তাং—কলিকাতা

২৬/২/৮৭

পঃ বঃ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের

রাজ্য কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

অসমাপ্ত সাধারণ সভা সমাপ্তি কারার লক্ষ্যে পুনরায় সভা আহ্বানের প্রস্তাব ঃ

সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে আজকের এই রাজ্য কনভেনশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে যে উত্তরপাড়া, হুগলীতে গত ইং ২৭।১২।৮৬ এবং ২৮।১২।৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সমিতির সাধারণ সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টের প্রতি সুস্পষ্ট ও সামগ্রিক বিরোধিতা প্রকাশিত হওয়ায় রাজ্য নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে অনাস্থার ম্যানডেটই পেয়ে গেছেন/অথচ, রাজ্য কমিটি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঐদিনকার অসমাপ্ত সভাকে 'সমাপ্ত' হিসাবে ঘোষণার অপচেষ্টার মাধ্যমে সংকীর্ণ গোষ্ঠিস্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চরম অগণতান্ত্রিক, বেআইনী ও অসাংবিধানিক কাজ করেছেন। 'কনভেনশন' তাদের এরূপ কাজের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করে এই দৃঢ়মত পোষণ করে—সেদিনকার সাধারণ সভা সঠিক অর্থে আদৌ সমাপ্ত হয়নি।

তাই আজকের কনভেনশন সুস্পষ্ট প্রস্তাব দেয় যে, পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার সমিতির বর্তমান নেতৃত্বকে ঐদিনকার অসমাপ্ত সভা আগামী ইং ১৯।৪।১৯৮৭ তাং-এর মধ্যে পুনরায় সভা ডেকে সমাপ্ত করতে হবে এবং প্রস্তাবিত ঐ সভায় সাধারণ সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে হবে।

কনভেনশন আরও প্রস্তাব দেয় যে, প্রস্তাবিত ঐ সভায়—উত্তরপাড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সাধারণ সভাতে উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ এবং সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের অন্তর্গত যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল (সেগুলি ঐদিনকার সভায় রাজ্য নেতৃত্বের মদতে সভাপতিমণ্ডলী নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়ে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে একতরফাভাবে আলোচনার কোনো সুযোগই দেননি)—সে সমস্ত বিষয় যুক্তি, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের নিরিখে বিশদ আলোচনা করতে হবে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

"দৃষ্টি আকর্ষণ করছি" শীর্ষক প্রতিবেদনে আলোচিত প্রস্তাব ও অন্যান্য বিষয়সমূহকে (যা উত্তরপাড়ার রাজ্য

সাধারণ সভায় উত্থাপিত ও আলোচিত হয়) এই কনভেনশন অনুমোদন করে এবং দাবী জানায় যে—ঐ বিষয়সমূহকে প্রস্তাবিত সভাতে আলোচ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে গুরুত্ব সহকারে বিশদ আলোচনার গ্যারান্টি রাজ্য কমিটিকে দিতে হবে। এবং সেদিনের রাজ্য সাধারণ সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠাংশের বিরোধিতা সত্ত্বেও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন ও প্রস্তাবসমূহকে একতরফাভাবে গ্রহণ করার ঘোষণাকে বাতিল বলে গণ্য করতে হবে।

স্বাক্ষর অসিতবরণ দাশ
২২।২।৮৭
সভাপতি—
রাজ্য কনভেনশন

সমিতির বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বের ভূমিকাকে নিন্দা করে প্রস্তাব ঃ

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের আহূত এই কনভেনশন গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করছে, পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব সদস্যদের সামগ্রিক সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে নিদারুণ-ভাবে শুধু ব্যর্থই হয়েছেন তা নয়, পাশাপাশি দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই অর্জিত অধিকারগুলো রক্ষার ক্ষেত্রেও সমভাবে অসফল।

এর সংগে যুক্ত হয়েছে দাবী সনদকে পরিপ্রেক্ষিত বর্জিত অবাস্তব ভিত্তিতে দাঁড় করানো এবং গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ স্বার্থে ও নেতৃত্বে আসীন থাকার মানসিকতায় বিভিন্ন অসংগত সুবিধাবাদ গ্রহণ বা বিতরণ সহ প্রতিক্রিয়া শক্তিকে মদত প্রদান। সমিতির সুদীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহারের মাশুল দিতে হয়েছে সাধারণ সদস্যদের। সমস্ত স্তরের সাধারণ কর্মচারীদের সঙ্গে সংগঠনের একাংশ নেতৃত্বের সম্পর্ক ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর জনবিরোধী নীতিকে পর্যুদস্ত করার জন্য কর্মচারী আন্দোলনের মূল ধারা থেকে সমিতিকে বিচ্ছিন্ন করতে বর্তমান গোষ্ঠী নেতৃত্বের অপকৌশল গ্রহণ প্রকারান্তরে শাসকশ্রেণীর আক্রমণকে তীব্রতর করতে সহায়তা করছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে বিতর্কিত বিষয়সমূহের উপর যথাযথ যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমস্ত সদস্যের কাছে গ্রহণযোগ্য না করে তুলে জবরদস্তি করে ওপর থেকে চাপানো সিদ্ধান্তে সমিতির ঐক্যকেই দুর্বলতর করেছে।

দাবী অর্জনে ব্যার্থ, সমিতির ঐক্য বিনষ্টকারী এবং কর্মচারী আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসিকতায় বিপথগামী এই তথাকথিত নেতৃত্বের হাতে সমিতির সদস্যদের স্বার্থ পূরণের বিষয়গুলি চরম বিভ্রান্তিকর ও অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

তাই এই কনভেনশন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রাজ্য নের্তৃত্বের এরূপ ভূমিকাকে নিন্দা করছে॥

স্বাক্ষর—অসিতবরণ দাশ।
২২।২।৮৭
সভাপতি—
রাজ্য কনভেনশন

—ঃঃ—

"কেন সংগ্রাম কমিটি ও তার কি দায়িত্ব" সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ

সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের বিভেদকামী, সদস্য স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা ও গোষ্ঠী সংকীর্ণতার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করার সাথে সাথে আজকের কনভেনশন এই অভিমত প্রকাশ করে যে,

সদস্যদের যুক্তিসংগত সার্বিক স্বার্থরক্ষাসহ তাদের মধ্যে সর্বাধিক ঐক্য অর্জন ও তা সংহত করার জন্য কর্মচারী আন্দোলনের সঠিক আদর্শে বিশ্বাসী সর্বস্তরের সংগঠকদের সংঘবদ্ধ করতে হবে—যারা আগামী দিনে দাবী আদায়ের আন্দোলন ও অধিকার রক্ষাসহ সদস্যদের সামগ্রিক স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং এইভাবে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তির সাহায্যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর বিভেদকামিতা ও সংকীর্ণতাকে প্রতিহত করার জন্য সদস্যগণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। বিভেদকামিতা ও সংকীর্ণতা প্রতিহত করার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করবে এক শক্তিশালী "সংগ্রাম কমিটি"।

আজকের কনভেনশন এই কমিটির উপর নির্ধারিত দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করার কথাও ঘোষণা করতে চায় :—

ক) সংশ্লিষ্ট কমিটি লাগাতার সংগঠিত তৎপরতায় সদস্যদের সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সর্বপ্রকার বিভেদ প্রবণতাকে প্রতিহত করবে এবং এক সংগ্রামী ঐক্য গঠনের জন্য নিরন্তর প্রয়াস নেবে।

(খ) সমিতির বর্তমান নেতৃত্বের কলাকৌশল ও বিভ্রান্তিকর প্রচারের মাধ্যমে সদস্যদের মোহগ্রস্ত ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার যে কোনো ধরণের অপচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে নেতৃত্বের ভ্রান্ত কার্যকলাপ উদঘাটনকে অব্যাহত রাখবে।

(গ) সদস্যদের যুক্তি সংগত দাবী-দাওয়া অর্জনের জন্য সঠিক ও সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য রাজ্য কমিটির উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

(ঘ) সার্বিক পরিপ্রেক্ষিত সামনে রেখে দাবীসনদের বাস্তব মূল্যায়ন করে সম্ভাবনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা এবং পরিস্থিতিভিত্তিক দাবীগুলির অগ্রাধিকার স্থির করে সেগুলি অর্জনের জন্য ধারাবাহিক তৎপরতা প্রদর্শনের জন্য রাজ্য কমিটির উপর চাপ সৃষ্টি করবে।

(ঙ) আশু পূরণের সম্ভাব্যতা বিচার করে উচ্চতর পদসৃষ্টি ও প্রমোশন সহ বেতন বৈষম্য দূর করে বেতন-সমতা সৃষ্টির দাবীগুলি মূল দাবী সনদের সাথে যুক্ত করার বিষয়ে সচেতন থাকবে।

(চ) সদস্যস্বার্থ হানির যে কোনো সম্ভাবনা ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে অতন্দ্র প্রহরার কাজে নিযুক্ত থাকবে।

(ছ) পশ্চিমবাংলায় নতুন বেতন কমিশন গঠিত হওয়ায় আর্থিক ও চাকুরীগত দাবী দাওয়া উত্থাপনের ক্ষেত্রে এক নতুন বাস্তবতা সৃষ্টি করেছে। সব সময়ই এই ধরণের কমিশনগুলি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সব চাইতে গুরুত্ব অর্জন করে থাকে। স্বভাবতঃই বেতন কমিশনকে সদস্য সামগ্রিক স্বার্থে এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা বর্তমান সময়ের এক জরুরী কাজ। নব গঠিত 'সংগ্রাম কমিটি' সংগঠন, ঐক্য ও চেতনা বিকাশের জন্য সর্বাত্মক ভূমিকা নেওয়ার পাশাপাশি বেতন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদানের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখবে॥

স্বাক্ষর — অসিতবরণ দাশ

২২।২।৮৭

সভাপতি,

রাজ্য কনভেনশন

সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের সাথে নীতিভিত্তিক ঐক্য গড়তে হবে ঃ

আজকের এই কনভেনশন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, স্বাধীনোত্তর কালে কেন্দ্রিয় শাসক গোষ্ঠী অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতি ভারতবর্ষকে এক গভীর সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। দেশের অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও এই সংকটে দিশেহারা। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহ সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধিজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংগঠিত ও অসংগঠিত কর্মচারীদের অর্থনৈতিক দাবীগুলি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। দাবী অর্জনের জন্য সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারী সমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতা সঠিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে অতি সহায়ক হয়ে উঠেছে।

শাসক গোষ্ঠী এই অবস্থায় নিজেকে নিরাপদ করতে সংগঠন, নেতৃত্ব ও কর্মীদের উপর নামিয়ে আনছে এসমা, নাসা সহ সংবিধানের ৩১০ ও ৩১১ (২) (ক) (খ) (গ) ধারাগুলির অবাধ প্রয়োগ। অপরদিকে রাজ্যগুলির প্রতি অর্থনৈতিক বঞ্চনার মাধ্যমে তারা রাজ্যের জনগণসহ কর্মচারীদের দাবী অর্জনের বাস্তবতাকেও নস্যাৎ করে দিচ্ছে। এরূপ বঞ্চনাও শ্রমজীবী মানুষের উপর শাসকগোষ্ঠীর এক নগ্ন আক্রমণ। পরন্তু, কেন্দ্রিয় শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা ঘোষিত নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে ব্যাপক আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারাইজেশনের মাধ্যমে সত্বর একবিংশ শতাব্দীতে উত্তরণের কথা ঘোষিত হয়েছে। ফলশ্রুতি ঘটেছে কর্মসংস্থানের সংকোচন, কর্মচারী ছাঁটাই প্রভৃতির সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।

এসমা-নাসা সহ সংবিধানের ৩১০ ও ৩১১ (২) (ক) (খ) (গ) ধারা বাতিল না হলে, কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক রাজ্যের প্রতি অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান না হলে, সর্বোপরি কেন্দ্রিয় সরকারের জনবিরোধী নীতিকে পর্যুদস্ত না করতে পারলে সরকারী কর্মচারীদের একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়বে, অন্যদিকে তেমনি দাবী অর্জনের লক্ষ্য ও পূর্ণ হবে না।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সমগ্র কর্মচারী সমাজের আন্দোলনের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ক্যাডার সংগঠন কেবলমাত্র নিজস্ব কর্মসূচী অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন করে দাবী আদায় করতে সক্ষম হয় না। নিজ নিজ সাংগঠনিক কর্মসূচী প্রতিপালনের পাশাপাশি কর্মচারী সমাজের বৃহত্তর আন্দোলন মঞ্চে সামিল হওয়া অত্যন্ত জরুরী। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়সংগত দাবী অর্জনের বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে "সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের" নেতৃত্বে।

তাই, আজকের কনভেনশন ক্যাডার সংগঠনের নিজস্ব আন্দোলন গড়ে তোলার সাথে সাথে সারা ভারতবর্ষের কর্মচারীদের মূল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে অধিকতর সচেতন সংগ্রামী ঐক্য গড়ার দৃঢ় অঙ্গিকার গ্রহণ করে।

স্বাক্ষর :—অসিত বরণ দাশ।
২২।২।৮৭
সভাপতি
রাজ্য কনভেনশন।

ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব ঃ

সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার রাজ্যের ভূমিহীন, ক্ষেতমজুর এবং বর্গাদারদের স্বার্থে যে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে ভূমিসংস্কারের কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন, আজকের কনভেনশন তাকে স্বাগত জানায়।

এই কাজকে ব্যাপকতর করার স্বার্থে যে দ্বিতীয় সংশোধনী আইন চালু হয়েছে—গণসংগঠন, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং ব্যাপক জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য আজকের কনভেনশন দাবী জানায়। এই সঙ্গে পঃ বঃ ভূমিসংস্কার আইনের তৃতীয় সংশোধনী বিলে অবিলম্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দাবী করে। উক্ত কাজকে সফল করতে ভূমিসংস্কার আধিকারিকগণ ইতিপূর্বে যেরূপ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে নির্ভীক দায়িত্ব প্রতিপালন করেছেন, আগামীদিনেও এই কার্য সম্পাদনের কার্যে তাঁদের ভূমিকা আরও উজ্জ্বলতর হবে, আজকের কনভেনশন এই মর্মে গভীর আশা পোষণ করে।

স্বাক্ষর :—অসিত বরণ দাশ।
২২।২।৮৭
সভাপতি,
রাজ্য কনভেনশন।

প্রিয় সম্পাদক, পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সমিতি

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, **L. R. C**-কে উদ্দেশ্য করে এক স্মারকলিপি প্রদানের জন্য স্মারকলিপির বয়ান সমিতির রাজ্য কমিটি কর্তৃক সদস্যগণকে পাঠানো হয়েছে। উক্ত স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে আপনার উদ্দেশ্যে এক খোলাচিঠিই লেখার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারছি না। পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের এক ব্যাপক অংশর উপস্থিতিতে গত ইং ২২।২।৮৭ যুবকেন্দ্রে, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য কনভেনশন প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলেই এ চিঠি লিখতে আমি নির্দেশিত হয়েছি। তাই এ চিঠিকে কোনো কারণেই ব্যক্তিগত চিঠি হিসাবে ধরবেন না—এবং তাই এ চিঠি প্রদানের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিবেন এই আশাও করতে চাই।

প্রথমেই স্মরণ করাতে চাই উত্তরপাড়ার সভায় যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত বলে যে ঘোষণার অপচেষ্টা করেছিলেন—সে প্রস্তাব প্রতিপালনে বিরত থাকাকে আমি মনে করি উত্তরপাড়ার সভায় কৃতকর্মের জন্য আপনার ও রাজ্য কমিটির অপরাধবোধেরই বহিঃপ্রকাশ। এক ছেলে ভুলানো অজুহাত দেখিয়েছেন—আসন্ন বিধানসভার নির্বাচন। যখন উত্তরপাড়ার সভায় প্রস্তাব উত্থাপিত হয় বা পরে তা গৃহীত বলে ঘোষণার অপচেষ্টা করা হয় তখনও কিন্তু বিধান-সভার নির্বাচনের কথা আপনার মনে উদয় না হওয়ার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল না।

যা হোক্, এই আন্দোলনের মাধ্যমেও আপনি সঠিক পথে আন্দোলন পরিচালনা করছেন না। কারণ এই মুহূর্তে জরুরী প্রয়োজন ছিল, আমলাতন্ত্রের উপর রাজ্য কমিটি কর্তৃক direct চাপ সৃষ্টি করার। পরিবর্তে স্মারকলিপি প্রদান সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। স্মারকলিপিতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে সার্ভিস কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের জন্য। আপনি নিজেই বিবৃতি মারফত দাবী করেছেন অনতিকালের মধ্যেই সার্ভিস কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ পাবে। সেই সময় সদস্য প্রেরিত স্মারকলিপিগুলি প্রদানের (যা যথাযথ প্রণালীর মাধ্যমে **L. R. C**-র কাছে পৌছাতে মাসাধিক কাল সময় লাগতে পারে বলে আশঙ্কা) মধ্যে দিয়ে আরও কালহরণের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে নাকি ? সমিতি প্রদত্ত বদলী নীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সমিতি কোন্ বদলী নীতির জন্য লড়াই করছে—তা সদস্যদের অবগত হওয়ার বা পূর্ণ আলোচনা করার নৈতিক অধিকার আছে—তা নিশ্চয় আপনি স্বীকার করবেন। কিন্তু, উক্ত নীতি কোনোদিন কোনো সভায় আলোচনা করা হয়েছে বলে স্মরণে পড়ছে না—পরন্তু তা সদস্যদের অবগত করানোর জন্য প্রচার করাও হয়নি।

সর্বোপরি ২২।২।৮৭ তাং-এ অনুষ্ঠিত "রাজ্য কনভেনশন"। Home based বদলী নীতি গ্রহণের জন্য অভিমত প্রকাশ করে। অতএব কর্তৃপক্ষের সাথে দরকষাকষি করার পূর্বে সদস্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য সর্বাধিক সদস্যের স্বার্থানুকূল বদলী নীতির (যে নীতির মূল Essence হবে Home-based) খসড়া প্রস্তুত করা ও তা নিয়ে আলোচনার ব্যাপক

সুযোগ প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তাকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

L. R. C-র কাছে প্রদানযোগ্য স্মারকলিপির বয়ানে দু'একটি বাক্যও ত্রুটিপূর্ণ। যেমন (২)-য় দাবীর ৮ম লাইনে "**As far as I know**……" বা (৩)-য় দাবীর ৬ষ্ঠ লাইনে "So far I know……" প্রয়োগের মাধ্যমে সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে এক অনাবশ্যক দায়িত্বের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই শব্দগুলি সমিতির সম্পাদক ব্যবহার করতে পারেন—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোনো সদস্যের পক্ষে এরূপ বিবৃতি প্রদান সংগত নহে, কারণ তার কাছে ঐরূপ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই।

স্মারকলিপির বয়ান ও আশু কার্যকারিতা সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিশ্লেষণ আপনার ও আপনার কমিটির উপলব্ধির জন্য প্রেরণ করলাম।

আপনি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন আশা করি।

এই বিশ্লেষণ খোলা চিঠির মাধ্যমে সদস্যদের অবহিত করে বর্তমানে স্মারকলিপি প্রদানের জন্য আহ্বান রাখছি কনভেনশনের সিদ্ধান্তকে স্মরণ করেই।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

তাং-কলিকাতা :—৩।৩।৮৭

স্বাক্ষর :—সুভাষ শিকারী

প্রতি, সাধারণ সম্পাদক, পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সমিতি।

বিষয় :—ইং ২২।২।৮৭ তাং-এ পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকদের রাজ্য কনভেনশনে গৃহীত প্রস্তাব :—

প্রিয় সম্পাদক,

পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিকগণ গত ইং ২২।২।৮৭ যুবকেন্দ্রে, মৌলালী কলিকাতা সভাগৃহে এক রাজ্য কনভেনশনে মিলিত হ'ন। সেই কনভেনশনে সংশ্লিষ্ট অধিকারিকগণের এক ব্যাপক অংশের উপস্থিতিতে অত্র পত্রের সাথে সংযুক্ত ফর্দে উল্লিখিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত কনভেনশনে গৃহীত এই প্রস্তাব যাহাতে উক্ত অধিকারিগণের সমিতি অর্থাৎ "পঃ বঃ ভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সমিতির" বর্তমান রাজ্য নেতৃত্ব কর্তৃক কার্যে রূপায়িত হয়, তজ্জন্য রাজ্য কমিটিকে অবহিত করানোর পূর্ণ দায়িত্ব ঐ কনভেনশন নিম্ন সাক্ষরকারীকে প্রদান করে।

সুতরাং ঐ কনভেনশন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবটি আপনার রাজ্য কমিটির অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করছি এবং সাথে সাথে আপনার রাজ্য কমিটি এই প্রস্তাবের প্রতি কোনোরূপ মর্যাদা করতে আগ্রহী কিনা তা নিম্ন স্বাক্ষরকারীকে আগামী ১০।৩।৮৭ তাং-এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় জ্ঞাত করাতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

—: জ্ঞাত করানোর ঠিকানা :—

সুভাষ শিকারী

প্রযত্নে :—অসিত বরণ দাশ

ঠিকা প্রজাস্বত্ব অধিকরণ, কলিকাতা,

বেলভেডিয়ার, আলিপুর।

ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাক্ষর :—সুভাষ শিকারী

সদস্য, ২৪ পরগণা (উত্তর)

২৭।২।৮৭

চাটার্জি প্রিন্টার্স, কলি : ১২